নাটা বুলেটিন

NATA BULLETIN

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির একটি প্রকাশনা: জানুয়ারি-জুন/২০২১

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

গাজীপুর-১৭০১

www.nata.gov.bd

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

গাজীপুর-১৭০১

নাটা বুলেটিন

জানুয়ারি-জুন/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

উপদেষ্টা

মোঃ মাহবুব আলম
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
নাটা, গাজীপুর

সংকলন ও সম্পাদনায়

আবুল কালাম আজাদ
উপপরিচালক (কৃষি সম্পসারণ ও গ্রামীণ অর্থনীতি), নাটা

নিলুফা আক্তার
উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা), নাটা

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারি পরিচালক (হর্টিকালচার ক্রপ ডিজিজ), নাটা

সুমাইয়া শারমিন
প্রকাশনা কর্মকর্তা, নাটা

লুপু রহমান
লাইব্রেরিয়ান, নাটা

প্রকাশকাল
জুলাই ২০২১

৬ষ্ঠ সংখ্যা
২০০ (দুইশত) কপি

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
আফজাল প্রিন্টিং প্রেস
মুন্সিপাড়া রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

প্রকাশনায়
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১
www.nata.gov.bd
dgnata14@gmail.com

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	কর্মকর্তার নাম পদবী	পৃষ্ঠা নং
১	জানুয়ারি-জুন/২০২১ সময়ে নাটার প্রশিক্ষণ বিবরণী	**মোঃ জামাল উদ্দিন** উপপরিচালক (কীটতত্ত্ব)	০১
২	Training Calendar (2021-22)	**মৌসুমী পাল** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বায়োটেকনোলজি)	০৩
৩	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	**আবুল কালাম আজাদ** উপপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ অর্থনীতি)	০৪
৪	নাটায় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন	**আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ)	০৫
৫	"এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় নাটায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত	**সুমাইয়া শারমিন** প্রকাশনা কর্মকর্তা	০৬
৬	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সিস্টেম (এনএআরএস) ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের এন-২৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে 'গদ্য পদ্যের জমিন' শিরোনামে নান্দনিক নেয়ালিকা প্রকাশ	**বনানী কর্মকার** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সয়েল ফিজিক্স)	০৮
৭	"করোনাকালে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক সেমিনার	**ড. মোঃ মঈন উদ্দিন** উপপরিচালক (ফুড টেকনোলজি)	০৯
৮	আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন	**শামীমা আক্তার** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (পরিবেশ ও কৃষিবনায়ন)	১১
৯	ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশ্লেষণধর্মী ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা সভা	**সুমাইয়া শারমিন** প্রকাশনা কর্মকর্তা	১২
১০	মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নাটা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	**ড. মোঃ মঈন উদ্দিন** উপপরিচালক (ফুড টেকনোলজি)	১৩
১১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সিস্টেম (এনএআরএস) ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের ২৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান	**নিলুফা আক্তার** উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা)	১৫
১২	নাটায় বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের এন-৭২ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান	**মোঃ শরিফ ইকবাল** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফুল ও ফল)	১৬
১৩	আড়ম্বরপূর্ণভাবে নাটার সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন	**মোঃ সাইফুল ইসলাম** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (হর্টিকালচার ক্রপ ডিজিজ)	১৭
১৪	শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১	**নাঈমা সুলতানা** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (কৃষি অর্থনীতি)	১৮
১৫	ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ ২০২১	**মোঃ মাহমুদ হাসান** পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১৯
১৬	উপসংহার	**সম্পাদনা পরিষদ**	২১

জানুয়ারি-জুন/ ২০২১ সময়ে নাটার প্রশিক্ষণ বিবরণী

মোঃ জামাল উদ্দিন
উপপরিচালক (কীটতত্ত্ব)

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা অনুযায়ী প্রতিবছর কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার ৯ম ও তদূর্ধ গ্রেডের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নাটার প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা অনুযায়ী জানুয়ারি-জুন/২০২১ সময়ে নাটার অর্থায়নে ৮ টি ব্যাচে মোট ২৪২ জন প্রশিণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও স্পন্সর্ড ট্রেনিং হিসেবে জানুয়ারি-জুন/২০২১ সময়ে নাটায় ২১২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নাটায় বিসিএস কর্মকর্তাদের ৬ মাসব্যাপী এন-৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সটি দুটি ব্যাচে ৭১ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে ৬ জুন/২০২১ শুরু হয়ে বর্তমানে চলমান রয়েছে। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স বিষয়ভিত্তিক দক্ষ রিসোর্স স্পিকারের উপস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে কৃষির সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীরা অবহিত হতে পারেন।

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্স সমন্বয়কারীর নাম ও পদবী	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১	Project Appraisal and Formulation of DPP	**মোঃ তাহাজুল ইসলাম** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	০৩-০৭ জানুয়ারি/২০২১	৩০
০২	Climate Smart Agriculture	**মোঃ মঈন উদ্দিন** উপপরিচালক, নাটা	১০-১৪ জানুয়ারি/২০২১	৩০
০৩	Human Resource Management (HRM)	**মোঃ রফিকুল ইসলাম** উপপরিচালক, নাটা	১৭-২১ জানুয়ারি/২০২১	৩০
০৪	Public Procurement Procedure	**মোঃ তাহাজুল ইসলাম** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	২৪ জানুয়ারি- ০২ ফেব্রুয়ারি/২০২১	২৯
০৫	Advanced ICT	**আবুল কালাম আজাদ** উপপরিচালক, নাটা	০৭-১৬ ফেব্রুয়ারি/২০২১	২৯
০৬	Public Procurement Procedure	**মোঃ তাহাজুল ইসলাম** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	২৩ ফেব্রুয়ারি- ০৪ মার্চ/২০২১	৩০
০৭	Public Financial Management	**মোঃ ইসকান্দার হোসেন** উপপরিচালক, নাটা	২১-২৫ মার্চ/২০২১	৩০
০৮	Training & Workshop on Innovation in Public Service	**ডঃ মোঃ ছাইদুর রহমান** উপপরিচালক, নাটা	১০ জুন/২০২১	৩৪
			মোট=	২৪২

অন্যান্য প্রশিক্ষণ বিবরণী (স্পন্সর্ড):

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্স সমন্বয়কারীর নাম ও পদবী	ব্যাচ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	তারিখ	প্রশিক্ষানার্থীর সংখ্যা
০১	এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন (২য় পর্যায়)	**ড. মোঃ এখলাস উদ্দিন** উপপরিচালক, নাটা **ড. মোঃ মঈন উদ্দিন** উপপরিচালক, নাটা	২টি	৩ দিন	২৩-২৮ জানুয়ারী/২০২১	৫০
০২	এন-২৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	**ড. মোঃ আব্দুল মাজেদ** উপপরিচালক, নাটা **ড. মোঃ জামাল উদ্দিন** উপপরিচালক, নাটা	১টি	৪ মাস	১৯ ডিসেম্বর/২০২০- ১৯ মার্চ/২০২১	৩৭
০৩	কন্দাল ফসল উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ	**মোঃ জামাল উদ্দিন** উপপরিচালক, নাটা	২টি	৩ দিন	২০-২৫ মার্চ/২০২১	৫০
					মোট=	২১২

রাজস্ব বাজেটে নাটায় প্রশিক্ষণ আয়োজন

মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ (জন ঘন্টা)	অন্যান্য	
১	গ্রেড-৯ম এবং তদুর্ধ	৬৪৬ জন	০ জন	৫৫	–	১. ১৭ টি প্রতিষ্ঠানের ৬৪৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২	গ্রেড ১০	–	–	৫৫	–	
৩	গ্রেড ১১-২০	–	–	৫৫	–	২. নাটায় ৩৩ জন কর্মকর্তা ও ৩৭ জন কর্মচারীকে ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
	মোট	৬৪৬ জন	০ জন	৫৫		–

এ ক্যাটাগরি ইন হাউজ প্রশিক্ষণে নাটার সাবেক মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মহোদয়

Training Calendar (2021-22)

মৌসুমী পাল
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বায়োটেকনোলজি)

Sl. No	Title of the Course	Days	No. of batch	Jul/ 21	Aug/ 21	Sept/ 21	Oct/ 21	Nov/ 21	Dec/ 21	Jan/ 22	Feb/ 22	Mar/ 22	Apr /22	May/ 22	Jun/ 22
1	Integrated water resource management in Agriculture	5	1			12-16									
2	Project Appraisal and Formulation of DPP	10	1			12-21									
3	Public Procurement Procedure	10	2			19-28				02-11					
4	TOT on Teaching Methods/ Techniques	5	1			26-30									
5	Value Chain Management of Commercially Important Hort. Crops	5	1				03-07								
6	Disaster Management through Smart Agriculture	5	1				03-07								
7	Food Processing and Preservation Techniques	5	1				10-14								
8	Innovation in Public Service	5	1				10-14								
9	Advanced ICT	15	1				24 Oct- 07 Nov								
10	Eco-Friendly Plant Protection Techniques	10	1				24 Oct- 02 Nov								
11	Rules & Regulations for Organizational Management	5	1					7-11							
12	Industrial Revolution 4.0 in Agriculture	10	1					14-23							
13	Modern Farm Mechanization	5	1					14-18							
14	Soil Health Management	5	1					21-25							
15	Seed Technology	10	1					28 Nov-07 Dec							
16	Food Security & Food safety	5	1					28 Nov-02 Dec							
17	Good Agricultural Practices (GAP)	5	1						5-9						
18	Modern Office Management	5	1						19-23						
19	Commercial Farm Management	5	1						19-23						
20	Human Resource Management	5	1						26-30						
21	Good Governance	5	1						26-30						
22	Public Financial Management	5	1							02-06					
23	Workshop/Seminar	1	3			1		1		1					

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

আবুল কালাম আজাদ
উপপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ অর্থনীতি)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

প্রকল্পের নাম	:	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর
প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (স্থানীয় মুদ্রায়)	:	৫২৮৮.৪৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) (আরডিপিপি) এল.জি.ই.ডি.-৩৯৮৮.৮২ লক্ষ টাকা (৭৫.০০%) নাটা- ১২২০.৬২ লক্ষ টাকা (২৫.০০%)
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	অক্টোবর ২০১৫- জুন ২০২১ খ্রি.
একনেক কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন	:	৫ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন	:	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন	:	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা	:	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

- জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদির আধুনিকায়ন।
- মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযোগী করার জন্য একাডেমির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।
- জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির অনুষদ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- একাডেমির অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৩ তলা আধুনিক ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ৬ তলা ডরমিটরি, ২ তলা ডিজি বাংলো, ৪ তলা মেডিক্যাল সেন্টার, গেস্ট হাউজ, অফিসার্স ডরমিটরি ও ডে-কেয়ার সেন্টারসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ।
- বিদ্যমান ডরমিটরি, অফিস ভবন, আবাসিক ভবন ও লেবার শেড মেরামত এবং অডিটরিয়াম আধুনিকায়ন ও ক্যাফেটেরিয়া এক্সটেনশন।
- মানসম্পন্ন আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী, অফিস সরঞ্জাম, ইলেকট্রিক সামগ্রী, আসবাবপত্র এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- নেটওয়ার্কিং এবং বই/সাময়িকী/জার্নাল ক্রয়।
- ১টি জীপ, ২টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১টি মাইক্রোবাস, ১টি বাস এবং ১টি মটরসাইকেল ক্রয়।
- বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ আয়োজন।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় নাটায় মহপরিচালক মহোদয়ের জন্য নির্মিত বাসভবন

জানুয়ারি-জুন/২০২১ সময়ে প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের রাজস্বখাতে ১৬২.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধনখাতে ৬১৫.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট বরাদ্দ ৭৭৭.০০ লক্ষ টাকা। ৩০ জুন/২০২১ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত অর্থবছরে জুন/ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭২১.৬৯ লক্ষ টাকা এবং নির্মাণ ও মেরামত কাজের ভৌত অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের মেয়াদকালের (অক্টোবর/২০১৫-জুন/২০২১) ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৯৭৩.৭২ লক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে যে কাজগুলি সমাপ্ত হয়েছে সেগুলি হলো- আবাসিক ভবন, লেবার শেড, বাউন্ডারি ওয়াল (অফিস), বাউন্ডারি ওয়াল (আবাসিক) মেরামত, ডিজি বাংলো, আর.সি.সি (লিংক রোড টু বিল্ডিং), আর.সি.সি রোড (ফার্ম রোড টু বাউন্ডারি ওয়াল), ডরমিটরি (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা), মেডিকেল সেন্টার কাম ডে কেয়ার সেন্টার কাম গেস্ট হাউজ কাম অফিসার্স ডরমিটরি (৩য় ও ৪র্থ তলা), আর.সি.সি রোড (অফিস ইন্টারনাল রোড ড্রেনসহ), আর.সি.সি সারফেস ড্রেন (৪ ফুট স্লাবসহ) নির্মাণ এবং অডিটরিয়াম আপগ্রেডেশন, ক্যাফেটেরিয়া এক্সটেনশন ও এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন।

১০ জানুয়ারি ২০২১ নাটায় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন

আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ)

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির (নাটা) অত্যাধুনিক মিলনায়তনে, নাটায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ জানুয়ারি ২০২১ উপলক্ষ্যে প্রাণবন্ত আলোচনা সভা ও জাতির পিতার ভাস্কর্য বিরোধীদের অপকর্ম ও অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ও প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন নাটার উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মাহমুদ হাসান, প্রধান অতিথি, ড. মো. আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মোঃ জামাল উদ্দিন উপপরিচালক, নাটা। আলোচনা ও প্রতিবাদ সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির সিনিয়র সহকারী পরিচালক, কৃষিবিদ আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল। অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন নাটার উপপরিচালক ড. মো. মঈন উদ্দিন যিনি নাটার মুজিব জন্মশতবার্ষিকী পালন বিষয়ক সকল অনুষ্ঠানের ফোকাল পার্সন।

নির্ধারিত আলোচক হিসাবে নাটার লাইব্রেরিয়ান জনাব লুপু রহমান তার কাব্যিক এবং মনোরম কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে উপস্থাপন করেন। কৃষিবিদ মাহমুদুল হাসান, (প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প) মূল প্রবন্ধকার ও অপর আলোচকের আলোচনার সূত্র ধরে চমৎকার বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথি ড. মো. আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বক্তব্য উপস্থাপনকালে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে বলেন, "বঙ্গবন্ধু ক্ষণজন্মা প্রবাদ পুরুষের ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতার কাজে যাঁরা সরব, তাঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সবাইকে এক যোগে কাজ করতে হবে। জাতির পিতার ভাস্কর্য বিরোধী স্বার্থান্বেষী কতক মানুষের নীলনক্সা বাস্তবায়নকে যেকোন মূল্যে প্রতিহত করতে হবে।" অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন নাটার সিনিয়র সহকারী পরিচালক কৃষিবিদ বনানী কর্মকার।

"এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় নাটায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সুমাইয়া শারমিন
প্রকাশনা কর্মকর্তা

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলা, জনবান্ধব, দক্ষ, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক করে কর্মকর্তাদের গড়ে তুলতে কৃষি মন্ত্রণালয়ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নবম গ্রেড ও তদূর্ধ কর্মকর্তাদের জন্য সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)। এরই ধারাবাহিকতায় "এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসমূহের দুই ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৫০ জন ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজন করা হয় ৩ দিন ব্যাপি (২৩-২৫ জানুয়ারি ২০২১ ও ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০২১) Digital Office Management for the Capacity Development of ATI Officers শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স।

প্রশিক্ষণটি কর্মক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনায় নতুন নজির সৃষ্টি করবে। সুযোগ্য মহাপরিচালক ড. মো. আখতারুজ্জামান নাটা; মোঃ জামাল উদ্দীন, উপপরিচালক, নাটা; ড. মোঃ ছাইদুর রহমান, উপপরিচালক, নাটা; আবুল কালাম আজাদ, উপপরিচালক, নাটা; মো: শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ডুয়েট, গাজীপুর এবং মানিক সরকার, সহকারী প্রোগ্রামার, ডিএই, খামারবাড়ি রিসোর্স স্পিকার হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সকে সমৃদ্ধ করেছেন। "এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় "Elemental ICT Skill and e-Governance for the Capacity Development of ATI Officers"- শীর্ষক আরও একটি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়। কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট সমূহের দুই ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৫০ জন ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজন করা হয় ৩ দিন ব্যাপি (২৩-২৫ জানুয়ারি ২০২১ ও ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০২১) এ প্রশিক্ষণ কোর্স। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের কৃষি প্রতিবছর পরিবর্তনের দিকে ধাবমান। পরিবর্তনের এই চ্যালেঞ্জগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের কৃষিকে প্রচলিত কৃষি থেকে আধুনিক কৃষিতে রূপান্তর করার কোন বিকল্প নেই।

এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন (স্পন্সর্ড) প্রশিক্ষণ-এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও কর্মী পর্যায়ে "Elemental ICT Skill and e-Governance for the Capacity Development of ATI Officers"- শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স এর ধারণা বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মডিউলটি এই বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই প্রশিক্ষণটি কর্ম ক্ষেত্রে ICT এবং e-Governance-এর ধারনা প্রয়োগ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে রিসোর্স স্পিকার ছিলেন নাটার সুযোগ্য মহাপরিচালক, ড. মো. আখতারুজ্জামান, নাটার উপপরিচালক ড. মোঃ ছাইদুর রহমান, ডুয়েট, গাজীপুর এর সহযোগী অধ্যাপক মো: শফিকুল ইসলাম; বিএআরআই এর ফোটোগ্রাফি অফিসার পঙ্কজ সিকদার, নাটার সিনিয়র সহকারী পরিচালক (হর্টিকালিচার ক্রপ ডিজিজ) মোঃ সাইফুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফুল ও ফল) মো: শরীফ ইকবাল এবং সিনিয়র সহকারী পরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ) মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল। কোর্স অ্যাডভাইজার ড. মো. আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, নাটা মহোদয়ের আন্তরিক সহযোগিতা, কোর্স সমন্বয়ক ড. মোঃ এখলাস উদ্দিন, উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা), সহকারী কোর্স সমন্বয়ক মো: শরীফ ইকবাল, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফুল ও ফল), নাটা, গাজীপুর এর কঠোর পরিশ্রমে প্রশিক্ষণটি সার্থক হয়েছে। প্রশিক্ষণটিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছিল যার মধ্যে বক্তৃতা, আলোচনা, অনুশীলন, গ্রুপ ওয়ার্ক, কেস ষ্টাডি, ব্রিফিং উল্লেখযোগ্য। অংশগ্রহণকারীগণ কোর্সটিকে অত্যন্ত কার্যকরী হিসেবে অভিহিত করেন। সময়োপযোগী বিষয়, হালনাগাদ কনটেন্ট ও বিশেষজ্ঞ রিসোর্স স্পিকার নির্বাচন প্রশিক্ষণটিকে অনন্য উপভোগ্য করে তুলেছিল বলে অভিমত কোর্সটিতে অংশগ্রহণকারীদের। অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন আবাসন, ক্যাফেটেরিয়াসহ ওয়াইফাই সুবিধা কোর্সটিকে শিখনবান্ধব করে তুলেছিল। তবে তারা বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তার ধারণা লাভের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের সময়কাল বাড়ানোর প্রস্তাব দেন। সামগ্রিক বিবেচনায় কোর্স সমন্বয়ক, সহকারী কোর্স সমন্বয়ক এবং নাটা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ কোর্স উপহার দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্স সমন্বয়কারীর নাম ও পদবী	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	"Digital Office Management for the Capacity Development of ATI Officers"	**ড. মোঃ এখলাছ উদ্দিন** উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা)	২টি	৩দিন	২৩-২৫ জানুয়ারি /২০২১ এবং ২৬-২৮ জানুয়ারি /২০২১	৫০
২	"Elemental ICT Skill and e-Governance for the Capacity Development of ATI Officers"	**ড. মোঃ মঈন উদ্দিন** উপপরিচালক (ফুড টেকনোলজি)	২টি	৩দিন	২৩-২৫ জানুয়ারি /২০২১ এবং ২৬-২৮ জানুয়ারি /২০২১	৫০

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সিস্টেম (এনএআরএস) ভুক্ত কৃষি বিজ্ঞানীদের এন-২৭ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে 'গদ্য-পদ্যের জমিন' শিরোনামে নান্দনিক দেয়ালিকা প্রকাশ

বনানী কর্মকার
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সয়েল ফিজিক্স)

দেয়ালে দেয়ালে, মনের খেয়ালে
লিখে যাই কত কথা
আমি যে বেকার, পেয়েছি লেখার স্বাধীনতা।

শিশু বয়সে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এভাবেই দেয়ালের ওপর কয়লার আঁচড় কেটে নিজের সৃজনশীল প্রতিভার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। শুধু সুকান্তই নন, সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত অগণিত শিল্পী, কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে এই 'দেয়ালকে' আশ্রয় করে। সরাসরি দেয়াল অথবা দেয়ালের ওপর স্থাপিত কাগজ বা অন্য কোন বস্তুর ওপর লিখে চিন্তা ও মত প্রকাশের কৌশল অতি প্রাচীন। কম্পিউটার তো অনেক পরের কথা, মুদ্রণ যন্ত্র বা টাইপ রাইটার আবিষ্কারের আগেও হাতে লেখা নান্দনিক সাহিত্যপত্র প্রকাশের প্রচলন ছিল। কালক্রমে লেখালেখির প্রক্রিয়াগুলোই 'দেয়াল পত্রিকা'র রূপ ধারণ করে।বলা যায় 'দেয়াল' এর মতো করে অবয়ব নির্মাণ করা হয় বলেই এ ধরনের পত্রিকাকে 'দেয়াল পত্রিকা' বা 'দেয়ালিকা' বলে। বিষয়গত দিক দিয়ে দেয়াল পত্রিকা বেশ বৈচিত্র্যময়। কবিতা, ছড়া, গল্প, স্মৃতিচারণ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভাবনা সবই প্রকাশ করা হয় এতে। এটি সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের একটি দর্শনীয় মাধ্যম। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে নার্সভুক্ত কৃষি বিজ্ঞানীদের এন-২৭ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের 'গদ্য-পদ্যের জমিন' শিরোনামে একটি নান্দনিক দেয়ালিকা প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সৃষ্টিশীলতা প্রস্ফুটিত হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা যে শুধু মাঠে-ঘাটে কৃষির নিত্য নতুন লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজেই নিয়োজিত নন, তাঁরা যে সাংস্কৃতিক অঙ্গনকেও সমভাবে মাতিয়ে রাখতে সক্ষম সেই আলোকাচ্ছটার কিছুটা বিচ্ছুরণ প্রতিফলিত হয়েছে এই দেয়াল পত্রিকাটিতে। দেয়ালিকাটির সমস্ত লেখনী জুড়ে প্রকাশ পেয়েছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য, অমর একুশে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তরুণ প্রজন্মের দেশপ্রেমের কথা। ভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সব একইসূত্রে গাঁথা। এছাড়াও দেয়ালিকাটির একটি বিশেষত্ব হল অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের ৩৮ জনের নামের বিপরীতে মজাদার ও বুদ্ধিদীপ্ত নামের খেতাব প্রদান। যে খেতাবের সাথে প্রত্যেকের চরিত্রিক ও বৈশিষ্ট্যগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পোশাকি এ খেতাবগুলো সত্যিই দুর্দান্ত সংযোজন। দেয়ালিকাতে নাটার সম্মানিত মহাপরিচালক ড. মো. আখতারুজ্জামান স্যারের অনবদ্য লেখনী এটিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। এছাড়াও কোর্স পরিচালক, জনাব মো. জামাল উদ্দীন ও কোর্স কো-অর্ডিনেটর ড. মো. জামাল উদ্দীন স্যার দেয়ালিকাতে তাদের নিজ নিজ অভিমত ও প্রশিক্ষণার্থীদের শুভকামনা জানিয়েছেন। দেয়াল পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছেন কৃষি বিজ্ঞানী জনাব মোখলেছুর রহমান। দেয়ালিকাটি অবমুক্ত করা হয়েছে ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে।

'গদ্য-পদ্যের জমিন' শিরোনামে নান্দনিক দেয়ালিকা

"করোনাকালে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক সেমিনার

ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
উপপরিচালক (ফুড টেকনোলজি)

গাজীপুরস্থ জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে ১৭ ফেব্রুয়ারি/২০২১ খ্রি. তারিখে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় সমসাময়িক বহুল আলোচিত বিষয় "করোনাকালে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক এক সেমিনার। ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত),জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনাব ওয়াহিদা আক্তার এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক, ড. মো. আব্দুল মুঈদ এবং নির্ধারিত আলোচক ছিলেন জনাব রিনা রানী সাহা, পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, গাজীপুর এবং ড. মোঃ শাহজাহান কবীর, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, গাজীপুর। সেমিনারে উপস্থিত প্রধান অতিথি, কী-নোট স্পীকার, নির্ধারিত আলোচকদ্বয় সহ অনান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের অংশগ্রহণে সেমিনারটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। সেমিনারে নাটাসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আরো ১৬টি প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শতাধিক পদস্থ কর্মকর্তা শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। মূল প্রবন্ধকার ড. মো. আব্দুল মুঈদ, সাবেক মহাপরিচালক, কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর অত্যন্ত সুন্দর, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ধারাবাহিকভাবে তাঁর তথ্যবহুল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁর ধারাবাহিক আলোচনার প্রধান ইস্যু সমূহ ছিল: ১. অর্থনীতির উপর কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রভাব ২. কৃষি উৎপাদনে প্রভাব ৩. কৃষি উৎপাদন নিশ্চিতকরণে সরকারি পদক্ষেপ সমূহ ৪. কৃষির ভবিষ্যত উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয়।

প্রধান অতিথি জনাব ওয়াহিদা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয় বক্তৃতায় বলেছেন যে, ভয়াবহ অতিমারি করোনা কালে দেশ বিদেশের সকল সংস্থা কর্তৃক আমাদের মত দেশে মৃত্যুর মিছিল ও দুর্ভিক্ষের যে সব আশঙ্কা করা হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সে সকল আশারদ্ধ পদপৃষ্ঠ করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। উন্নত বিশ্ব যেখানে করোনা ভ্যাকসিন পেতে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই করোনা ভ্যাকসিন এখন আমাদের জন্য সহজলভ্য। করোনাকালে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়া মহাদেশে প্রথম এবং বিশ্বপরিমন্ডলে ২০তম। এটিও আমাদের জন্যে এক বিশাল সুখবার্তা।

"করোনাকালে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জনাব ওয়াহিদা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয়

সেমিনার শেষে যে পয়েন্টগুলো গুরুত্ব পায় তা হলো -করোনা পরিস্থিতি এবং পরিবর্তিত জলবায়ুর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।

০১. আউশ উৎপাদনের জন্য সেচ প্রকল্পগুলোর সেচ খরচ মওকুফ করা, সেচ প্রকল্প সঠিক সময়ে চালু করা;
০২. কৃষিকাজে ব্যবহৃত কৃষি উপকরণের দাম বাজারে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা। কারণ উচ্চমূল্যে কৃষি উপকরণ ক্রয়ে কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। সে ক্ষেত্রে কৃষক উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে হতাশ হয়ে যান;
০৩. কৃষকের উৎপাদিত ফসল যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
০৪. দেশের সব পতিত জমি কৃষিযোগ্য জমিতে পরিণত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
০৫. ফসলের নতুন জাত দ্রুত সম্প্রসারণ এবং নিবিড় চাষ ব্যবস্থাপনা (সঠিক সময়ে চাষ, রোপণ, সেচ) উন্নত করা;
০৬. কৃষককে কৃষিকাজে খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করার ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রাখতে হলে তাকে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি সরকারিভাবে বেশির ভাগ ফসল ক্রয়, গুদামজাত ও বিক্রির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তা ছাড়া অনলাইন পোর্টাল করে অথবা ফেসবুক গ্রুপ করে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য সরকারি-বেসরকারি খাতকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে;
০৭. চরাঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি বিভাগ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করা;
০৮. টেকসই উৎপাদনের জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণে আরো দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া;
০৯. খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদনে গতি আনা;
১০. "বঙ্গবন্ধুর অবদান, কৃষিবিদ ক্লাশ ওয়ান" এ ঘোষণার সম্মান অক্ষুন্ন রাখা এবং কৃষি উৎপাদনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা;
১১. কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে পুষ্টি বাগানের স্থাপন কাজ জোরদারকরণ এবং বিজেআরআই দ্বারা উদ্ভাবিত ৩টি পাটশাকের জাত যা ক্যারোটিন ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ পুষ্টি বাগানে সংযুক্ত করা;
১২. ভাল মানের ফল উৎপাদন, কাঁঠাল, আনারস এ সকল ফসল প্রসেসিং শিল্পকে উন্নত করা;
১৩. উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে খাদ্য চাহিদার এলাকায় নিয়ে আসার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আরও তৎপর হওয়া;
১৪. সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করে কৃষকের কাছ থেকে সবজি ক্রয় করে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, এছাড়াও করোনাকালে মাঠে কাজ করে যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের স্বীকৃতি জ্ঞাপনের অনুরোধ করা হয়।

সভাপতি জনাব ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), সকলকে সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য সাধুবাদ জানান। সেমিনার শেষে সেমিনার সমন্বয়ক ড. মোঃ মঈন উদ্দিন, উপ-পরিচালক (ফুড টেকনোলজি), নাটা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

"করোনাকালে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

শামীমা আক্তার
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (পরিবেশ ও কৃষিবনায়ন)

২০২১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে সাড়ম্বরে পালন করা হয় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যা বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনে মর্মন্তুদ স্মৃতি বিজড়িত একটি দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯৫২ সালের এই দিনে (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহিদ হন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার সহ নাম না জানা আরও অনেকে। তাই এই দিনটি শহিদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। তারই অংশ হিসেবে নাটার প্রজ্ঞাবান মহাপরিচালক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাটার সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ। অনুষ্ঠানে সকল নারী কর্মকর্তা একই ধরনের কালো শাড়ি ও পুরুষ কর্মকর্তা একই ধরনের কালো পাঞ্জাবি পরে রাত বারোটার সময় শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর সারিবদ্ধ ভাবে শোক শোভাযাত্রা ও শহিদবেদিতে আলোচনা সভা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সবার উপস্থিতি ছিলো চোখে পরার মত। নাটার আবাসিকের ছোট ছোট বাচ্চারাও রাতের বেলা স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শহিদ মিনার চত্বরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, বাদ জোহর নাটা জামে মসজিদে শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। নাটা কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠানের রাতের প্রথম প্রহরের কিছু স্থির চিত্র -

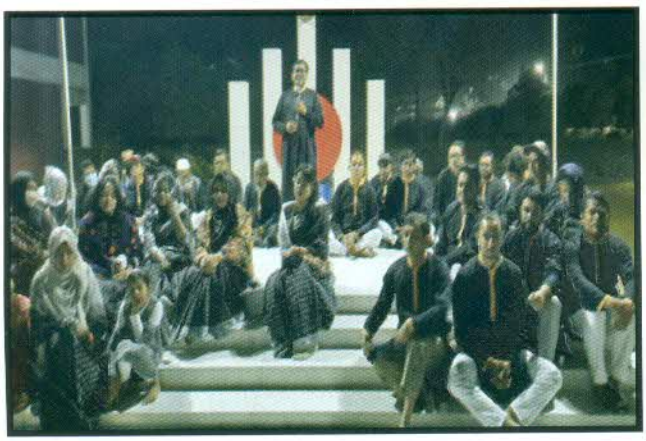

মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা দিচ্ছেন মহাপরিচালক ড. মো. আখতারুজ্জামান

মহাপরিচালক ড. মো. আখতারুজ্জামান মহোদয়ের সাথে নাটার ফ্যাকাল্টিবৃন্দ

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশ্লেষণধর্মী ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা সভা

সুমাইয়া শারমিন
প্রকাশনা কর্মকর্তা

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতীয় দিবস। দিনটি উদযাপন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দিনব্যাপী নাটাতে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতীয় দিবস পালন করা হয়। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বেলা ৩টা হতে বিকাল ৫টা অব্দি নাটার অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের উপরে "বিশ্লেষণধর্মী বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা সভা" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. জামাল উদ্দীন, উপপরিচালক (কীটতত্ত্ব), নাটা; প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য মহাপরিচালক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মাহমুদুল হাসান, প্রকল্প পরিচালক, নাটা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। আলোচনা সভায় নাটার অনুষদবর্গ ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহন করেন। উপস্থিত বক্তারা স্ব স্ব বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের তাৎপর্যের বিশ্লেষণ করেছেন। আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন জনাব বনানী কর্মকার ও জনাব আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল।

জনাব আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল ৭ মার্চ এর পটভূমি ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনায় বলেন-বাঙালীর ইতিহাসে অনেকগুলো দিন আছে, যা আমাদের মনে রাখতে হবে। ৭ মার্চ এর মধ্যে অন্যতম একটি দিন। ৪৮ বছর আগে ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণটি দিয়েছিলেন। ১০ লক্ষাধিক লোকের সামনে পাকিস্তানী দস্যুদের কামান-বন্দুক-মেশিনগানের হুমকির মুখে ৭ মার্চ সাত কোটি মানুষ নেতার কণ্ঠে যে শব্দটি শোনার জন্য কান পেতে ছিল, সেই 'স্বাধীনতা' শব্দটি বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। প্রথমবারের মতো জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। তিনি আরও উল্লেখ করেন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল ১৮ মিনিটের। জনতার সঙ্গে সরাসরি 'সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' বলা যায়। ১৮ মিনিটের ভাষণে বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেছেন ১১০৯ টি শব্দ, ৮৯ টি বাক্য।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশ্লেষণধর্মী ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আলোচনা সভার আরেক মুখ্য আলোচক জনাব বনানী কর্মকার তাঁর আলোচনায় বলেন- ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল একটি প্রাজ্ঞ ও কৌশলী ভাষণ। পৃথিবীর অনেক রাষ্টবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক ৭ মার্চের ভাষণকে নিয়ে করেছেন বহুমাত্রিক আলোচনা। লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ সময়ের পরিক্রমায় আজ বিশ্বের মানুষের কাছে সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। এই ভাষণের রয়েছে বহুমুখী বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে একটি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উজ্জীবিত হয়েছিল।

"কে রোধে তাঁহার বজ্র কণ্ঠবাণী? গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর- কবিতাখানি।"
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"

তিনি আরও বলেন- এই ভাষণ শুধু বাঙালি জাতির একান্ত ঐশ্বর্য নয়, বরং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আজ বিশ্বমানবতার ঐশ্বর্য। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো কর্তৃক 'বিশ্ব প্রামাণ্য দলিলের' অন্তভুক্ত করার মাধ্যমে বিশ্বমানবতার বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৭ মার্চের ভাষণ আমাদের গর্বের অংশীদার। কবির কবিতায়, শিল্পীর গানে, সিনেমা, নাটকে বহুবার এসেছে এই ভাষণ। শিশুর কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে অগণিত বার। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে; ততদিন উচ্চারিত হবে সেই বজ্রকণ্ঠ। যতদিন পৃথিবী থাকবে; ততদিন ঝংকৃত হবে সেই কণ্ঠস্বর- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

মুজিব জন্মশত বার্ষিক উপলক্ষে নাটা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা

ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
উপপরিচালক (ফুড টেকনোলজি)

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন: জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির (নাটা) অত্যাধুনিক মিলনায়তনে, নাটায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারিদের সমন্বয়ে, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ জানুয়ারি ২০২১ উপলক্ষ্যে প্রাণবন্ত আলোচনা সভা ও জাতির পিতার ভাস্কর্য বিরোধীদের অপকর্ম ও অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

শহীদ মিনার স্থাপন ও শহীদ দিবস পালন: নাটায় নজিরবিহীন দ্রুততার সাথে শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়। একুশ এর প্রথম প্রহরে নবনির্মিত এই শহীদ মিনারে প্রথম বারের মত পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়।

নাটায় বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

"বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার" এবং 'বঙ্গবন্ধুর অস্থায়ী প্রতিকৃতি' স্থাপন : নাটার মহাপরিচালক ড. মো. আখতারুজ্জামান উদ্যোগে নান্দনিক "বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার" স্থাপন করা হয়। "বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার" এ বঙ্গবন্ধুর ও আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ৫০৪ টি পুস্তক, বুকসেলফের পাশে বিরাট বাঁধানো বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে। সেলফের উপরে একদিকে বাঁধানো বঙ্গবন্ধু পরিবারের ছবি অপর পাশে সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ জাতীয় চার নেতার ছবি। নাটার প্রশাসনিক ভবনের সামনের গোলচত্বরের মাঝখানে বঙ্গবন্ধুর একটা বড় অস্থায়ী প্রতিকৃতি স্থাপনসহ একটা বেদীও নির্মাণ করা হয়।

৭ মার্চ ঐতিহাসিক জাতীয় দিবস পালন: নাটায় যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ও জাতীয় দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের উপরে "বিশ্লেষণধর্মী বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা সভা" এর আয়োজন করা হয়। ৭ মার্চ জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করে স্বাধীনতা দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তীকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে। আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), ড. মো. আখতারুজ্জামান মহোদয় এবং সভাপতিত্ব করেন মোঃ জামাল উদ্দিন, উপপরিচালক, নাটা । উপস্থিত বক্তারা স্ব স্ব বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্যের আবেগীয় বিশ্লেষণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন : বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীর দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে বঙ্গবন্ধুর ১০১তম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনসহ নাটায় নবনির্মিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে সকালে নাটা চত্বরের চারপাশে একটি মঙ্গল শোভাযাত্রা সম্পন্ন করা হয়। বাদ জোহর নাটা জামে মসজিদে বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। তারপর কেক কাটার পর বঙ্গবন্ধুর জীবন কর্ম ও জাতীয় শিশু দিবসের উপরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মানব জাতির ইতিহাসের কলঙ্কিত ভয়াল রাত ২৫ মার্চ এর শহিদদের স্মরণ: নাটায় দোয়া মাহফিল ও ব্লাক আউটের মাধ্যমে ইতিহাসের কলঙ্কিত ভয়াল রাত ২৫ মার্চ এর শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয়। সরকারি নির্দেশনানুসারে রাত ৯টা থেকে ৯টা ০১ মিনিট পর্যন্ত প্রতীকী ব্লাক আউটের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ হওয়া বীর সেনানীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতীয় দিবস পালন: জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে (নাটা)তে উৎসবমুখর পরিবেশে নানান আয়োজনের মধ্যে দিয়ে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতীয় দিবস পালন করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর ও বাংলাদেশের স্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম শত বার্ষিকী এ দুই কারণে দিনটি উদযাপনে যোগ হয়েছে ভিন্ন মাত্রা। এর সাথে নতুন সংযোজন হয়েছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ পাওয়ার মত আনন্দঘন সংবাদ প্রাপ্তি। সকাল ৯টায় নাটার মনোরম সবুজ শ্যামলিমায় ঢাকা সৌম্য শান্ত কড়ইতলা চত্বরে নাটার সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে হাঁড়িভাঙ্গা, সুঁইসূতা দৌড়, বল নিক্ষেপ সহ মজাদার সব রম্য খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। রম্য ক্রীড়ানুষ্ঠান শেষে নাটার নান্দনিক অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় "বিভীষিকার কালোরাত পেরিয়ে মুক্তির আলোয় নতুন দেশ বাংলাদেশ" শীর্ষক এক একাডেমিক আলোচনা অনুষ্ঠান। এই আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিনিয়র সহকারী পরিচালক, কৃষিবিদ মোঃ শরিফ ইকবাল।

৭ মার্চ ঐতিহাসিক জাতীয় দিবস পালন

নাটায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার (মন ও মননে বঙ্গবন্ধু)

মুজিব জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নাটা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের অংশ বিশেষ

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সিস্টেম (এনএআরএস) ভূক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের ২৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান

নিলুফা আক্তার
উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা), নাটা

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুরে তৃতীয়বারের মতো NARS বিজ্ঞানীদের চার (০৪) মাস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১০টি প্রতিষ্ঠানের মোট ৪০ জন বিজ্ঞানীর অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে গত ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখে এন-২৭ তম NARS বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সটি শুরু হয় এবং কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২৩ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রশিক্ষণটি স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মোট ৩৭ জন বিজ্ঞানীর অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে স্থগিতকৃত প্রশিক্ষণটি পুনরায় শুরু হয়। আড়ম্বরপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রনালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো: আবু সাঈদ মিঞা।

একাডেমি কর্তৃপক্ষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য কোর্স পরিচালক হিসেবে জনাব মো: জামাল উদ্দীন, উপপরিচালক , নাটা; কোর্স কো-অর্ডিনেটর (একাডেমিক) হিসেবে ড. মোঃ জামাল উদ্দীন, উপপরিচালক, নাটা; কোর্স কো-অর্ডিনেটর (এক্সট্রা-একাডেমিক) হিসেবে ড. মোঃ আব্দুল মাজেদ, উপপরিচালক, নাটা; সহকারি কোর্স কো-অর্ডিনেটর (একাডেমিক) হিসেবে নিলুফা আক্তার, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা এবং সহকারি কোর্স কো-অর্ডিনেটর (ফিনান্স) হিসেবে মোছা: শারমীন আখতার, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা-কে দায়িত্ব প্রদান করেন। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্তি, গ্রাম সমীক্ষা ও কার ড্রাইভিংসহ মোট ২৬টি মডিউল অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া, দেশের খ্যাতনামা বিষয় বিশেষজ্ঞ রিসোর্স স্পিকারের মাধ্যমে সেশন পরিচালনা করা হয়। সম্প্রসারণ বক্তা হিসেবে ড. মোঃ আইনুন নিশাত, বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞ; প্রফেসর ড. মোঃ শামছুল আলম, সিনিয়র সচিব ও সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন, প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণকালীন বিভিন্ন জাতীয় দিবসে অংশগ্রহণসহ মেস নাইট ও গেস্ট নাইটের আয়োজন করে-যা তাদের এক্সট্রা-একাডেমিক জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করে।

১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে জাকজমকপূর্ণ সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এন-২৭ তম NARS বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়; গেষ্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ঢাকা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয়। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার প্রধানগণ। প্রশিক্ষণার্থীদের ৩৭ জনই কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এদের মধ্যে ০৬ জন সার্বিক ফলাফল বিবেচনায় বিশেষ অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত হন। কোর্স উপদেষ্টা ড. মো. আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, নাটা, মহোদয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ভেন্যু হিসেবে অত্র একাডেমিকে নির্বাচিত করায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সিস্টেম (এনএআরএস) ভূক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের ২৭ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান

নাটায় বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের এন-৭২ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

মোঃ শরিফ ইকবাল
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফুল ও ফল)

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ক্যাডারভূক্ত নবীন কর্মকর্তাদের ৭২-তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এর শুভ উদ্বোধন হয় ৬ জুন ২০২১ তারিখ। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা এর তত্ত্বাবধানে ৬ মাস ব্যাপী এ কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে দেশের ৮টি সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে। কোভিড-১৯ এর অতিমারীর কারণে সংক্রমণ এড়াতে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। কেন্দ্রীয় ভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা। অনলাইনে যুক্ত হয়ে কোর্সটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কে এম আলী আজম, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো: জাফর ইকবাল এনডিসি, রেক্টর, বিপিএটিসি। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা'সহ প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর; বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (BIAM) এর ঢাকা ও বগুরা কেন্দ্র; আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি), চট্টগ্রাম; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা; পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া এবং পোস্টাল একাডেমি, রাজশাহীতে। এ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মোট ৬২৬ জন ক্যাডার কর্মকর্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো: আখতারুজ্জামান, কোর্স ম্যানেজমেন্ট টীম এর সদস্য ও নাটা'র কর্মকর্তাগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ৭২-তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় নাটায় ১৩ টি ক্যাডারের ৭১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৭১ জনের মধ্যে ৬৪ জন পুরুষ এবং ৭ জন নারী কর্মকর্তা। পুলিশ ক্যাডারের ৩০ জন, গণপূর্ত ক্যাডারের ১৩ জন, প্রশাসন ক্যাডারের ২ জন, আনসার ক্যাডারের ২ জন, কর ক্যাডারের ৩ জন, কাস্টম ও এক্সাইজ ক্যাডারের ১ জন, সমবায় ক্যাডারের ২ জন, নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারের ২ জন, তথ্য ক্যাডারের ৪ জন, মৎস্য ক্যাডারের ৪ জন, ডাক ক্যাডারের ৪ জন, সড়ক ও জনপথ ক্যাডারের ২ জন, পরিসংখ্যান ক্যাডারের ২ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন। তাঁদের মাঝে অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ বিসিএস ৩৬ থেকে বিসিএস ৩৮ ব্যাচের সদস্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১ জন পুরুষ এবং ১ জন নারী কর্মকর্তার বক্তৃতাতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও প্রশিক্ষণ হতে তাদের অভিপ্রায়। কোভিড-১৯ এর অতিমারীর কারণে সংক্রমণ এড়াতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি অন লাইনে অনুষ্ঠিত হলেও এটি ছিল আড়ম্বড়তায় ভরপুর।

নাটায় বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের এন-৭২ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান (জুম প্ল্যাটফর্ম)

আড়ম্বরপূর্ণভাবে নাটার সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী পরিচালক

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুরে ০৭ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে আড়ম্বরপূর্ণভাবে সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয় এবং ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ঢাকা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মো. আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, নাটা। দিবসকে সামনে রেখে নাটা প্রশাসন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থা প্রধান, নাটার প্রাক্তন মহাপরিচালকগণকে আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরো পরিপূর্ণ করে তোলে। দিবসকে সামনে রেখে নাটাকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিলো। দিবসের শুরুতেই নাটায় নবনির্মিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে নাটার নতুন সংযোজন বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার (মন ও মননে বঙ্গবন্ধু) এর ফলক উন্মোচন করেন এবং ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়। প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বঙ্গবন্ধু কর্নার ঘুরে দেখেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ নাটা ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন এবং নাটার নান্দনিকতার বিশেষ করে বিভিন্ন ভবনের নামকরণের দক্ষতার কথা উল্লেখ করেন। এপর্যায়ে মহাপরিচালক, নাটা মহোদয় নামকরনের পদ্ধতি ও নামের অর্থ অতিথিদের ব্যাখ্যা করেন।

সকাল ১১.০০ টায় দৃকালয় অডিটোরিয়ামে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে নাটার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

নাটার সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সিনিয়র সচিব মহোদয়

অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দৃকালয় অডিটোরিয়ামকে ফুলেফুলে সাজানো হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ড. মোঃ মাহমুদ হাসান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নাটা। তিনি জাতির পিতাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বলেন, নাটা ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে এবং একসময় প্রজাপতির মতো পাখনা মেলে উড়বে। তিনি নাটা গঠনে প্রাক্তন নাটা কর্মকর্তাদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ শরিফ ইকবাল, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা। তিনি সুন্দর ও সাবলীলভাবে নাটার ইতিহাস, বর্তমান অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্লাইডের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। স্লাইডে তিনি নাটার বিভিন্ন উন্নয়ন ও নান্দনিক স্থাপনার ছবি দেখান যাতে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সহজেই নাটা সম্পর্কে বিস্তর ধারণা পান। অত:পর সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সুন্দর একটি কেক কেটে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও মহাপরিচালক, নাটা মহোদয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ প্রকাশনা "মন ও মননে বঙ্গবন্ধু" -এর মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও মহাপরিচালক, নাটা মহোদয়। অনুষ্ঠানের এপর্যায়ে আমন্ত্রিত অতিথির মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ড. মোঃ শাহজাহান কবীর, মহাপরিচালক, ব্রি, গাজীপুর।

নাটার প্রাক্তন মহাপরিচালক মীর নরুল আলম তাঁর বক্তব্যে নাটার পূর্বসুরীদের অবদানের কথা তুলে ধরেন। পূর্বতন সার্ডি থেকে আজকের নাটা গঠনে নাটার সকল কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা, প্রেরণা, চিন্তা ইত্যাদির উল্লেখ করে সকলকে সাথে নিয়ে নাটা আরো এগিয়ে যাক এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব মহোদয় শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি নাটার অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেন, নাটা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে অনন্য এবং ভবিষ্যতে নাটার কর্মপরিধি আরো বৃদ্ধি পাবে।

বক্তব্যে নাটার মহাপরিচালক ড. মো. আখতারুজ্জামান স্বাধীনতার সুর্বনজয়ন্তী ও মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে নাটার সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করতে পেরে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন, উপপরিচালক (কীটতত্ত্ব), নাটা, গাজীপুর। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর পুরো অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব বনানী কর্মকার ও জনাব শামীমা আক্তার, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা।

নাটার সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বক্তব্য রাখছেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয়

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১

নাঈমা সুলতানা

সিনিয়র সহকারী পরিচালক (কৃষি অর্থনীতি)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর রূপকল্প 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' এবং অভিলক্ষ্য 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা "। শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষে শুদ্ধাচার কর্ম- পরিকল্পনায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করার নিমিত্ত জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর আগ্রহী কর্মচারীগণের নিকট হতে নির্ধারিত ছকে আবেদন আহবান করা হয়। আবেদনগুলো মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জারিকৃত 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭' এ বর্ণিত শুদ্ধাচার পুরস্কারের সূচকের আলোকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কমিটি মূল্যায়ন করে । নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৬.৩ এর আলোকে ৩য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডভূক্ত কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে জনাব মো: তাহাজুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (দানাজাতীয় ও অর্থকরী ফসল) এবং ১১তম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডভূক্ত কর্মচারীগণের মধ্যে জনাব মো: নুরুজ্জামান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য মনোনীত হন। মনোনীত কর্মচারীগণকে নীতিমালায় বর্ণিত অনুচ্ছেদ ৭ এর আলোকে একমাসের মূলবেতনের সমপরিমান অর্থ , সার্টিফিকেট এবং একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। ৭ জুন, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর প্রতিষ্ঠা বাষিকীর এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম মনোনীতদের পুরস্কার প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার , বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান কৃষিবিদ ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার এবং ড. মো. আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)।

জনাব তাহাজুল ইসলামকে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১' তুলে দিচ্ছেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ, ২০২১

মোঃ মাহমুদ হাসান
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি ট্রেনিং একাডেমি। এখানে কৃষি মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৯ম থেকে ৩য় গ্রেড পর্যন্ত অফিসারদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। কর্মকর্তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নাটা বদ্ধ পরিকর। সরকারের বিভিন্ন এজেন্ডা বাস্তবায়ন এবং বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য সময়ে সময়ে কর্মকর্তাদের নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কর্মকর্তাদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য একাডেমি প্রতিবছর প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরী করে থাকে।

এই প্রশিক্ষণসমূহের বিষয়বস্তু নাটার মিশন এবং ভিশন পূরণে কতটুকু অবদান রাখতে পারবে সে বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সকল প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ থেকে অভিজ্ঞজনদের নিয়ে রিভিউ এবং ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপে অংশগ্রহনের জন্য নাটা ক্যাম্পাসে আমন্ত্রণ জানানো হয় । বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ মহামারির কারনে নাটার ২০২১-২২ অর্থ বছরের রিভিউ এবং ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ জুম প্ল্যাটফর্মে ২৩ জুন ২০২১ খ্রি. আয়োজন করা হয়। ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ এর পুর্বপ্রস্তুতি হিসেবে প্রথমে নাটার রাজস্ব অর্থায়নে চলমান ২১টি কোর্সের জন্য কোর্স সমন্বয়ক টিম গঠন করা হয়। এরপর ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত ২১টি কোর্সের কোর্স কন্টেন্ট এর উপর নির্দিষ্ট ছকে নাটা অনুষদ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমুহের মতামত আহবান করা হয়। সকলের মতামতের ভিত্তিতে নাটার ট্রেনিং সেলের নির্দেশনা ও আলোচনা সাপেক্ষে প্রতিটি কোর্সের কোর্স সমন্বয়ক টিম তাদের প্রস্তাবিত কোর্সের কন্টেন্ট ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিতব্য ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপে উপস্থাপন করেন। ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপে প্রতিটি কোর্সের কন্টেন্ট এর উপর বিশেষজ্ঞগনের মতামত সংরক্ষণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী সংযোজন, বিয়োজন বা পরিমার্জন করে কোর্স কন্টেন্ট চূড়ান্ত করা হয়।

সম্মানিত প্রধান অতিথি, কৃষি মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব, জনাব ওয়াহিদা আক্তার অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্মে ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপের উদ্বোধন ঘোষনা করেন এবং বিভিন্ন উপস্থাপনার উপর তার বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করেন। ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপের সভাপতিত্ব করেন ড. মো: আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), নাটা। জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই ওয়ার্কশপে নাটা অনুষদ ও আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞসহ মোট ৫৫ জন অংশগ্রহন করেন।

সকলের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিছু কোর্সের কন্টেন্ট এ পরিবর্তন আনা হয়। Project Appraisal and Formulation of DPP কোর্সটির মেয়াদ ৫ দিন থেকে বাড়িয়ে ১০ দিনে নির্ধারন করা হয়। Advanced ICT Procedure কোর্সটির মেয়াদ ১০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৫ দিনে নির্ধারন করা হয়। এছাড়া Disaster Management এবং Climate Smart Agriculture কোর্স দুটি একত্র করে Disaster Management through Smart Agriculture নামে একটি ৫ দিন ব্যাপি কোর্স পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বর্তমান সময়ের চাহিদার ভিত্তিতে ১০ দিন ব্যাপি Industrial Revolution 4.0 in Agriculture এবং 15 দিন ব্যাপি Modern Farm Mechanization এই দুইটি নতুন কোর্স ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপে উপস্থাপন করা হয় এবং বিশেষজ্ঞ মতামতের আলোকে ২০২১-২২ অর্থ বছরে পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

নাটায় ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপে জুম প্ল্যাটফর্মে বক্তব্য রাখছেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়

এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে কিভাবে মহিলাদের অর্ন্তভূক্ত করা যায় সে বিষয়ক একটি সেশন সংশিষ্ট কোর্সসমুহে সংযুক্ত করা হয়। কয়েকটি কোর্সে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্টতার লক্ষ্যে কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সর্বোপরি, নাটাতে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের অন্যান্য প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সকলের মতামতের ভিত্তিতে কোর্সসমূহ চূড়ান্ত করা হয়।
ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপে নাটার ২০২১-২২ অর্থ বছরে রাজস্ব অর্থায়নে চলমান ও নতুন প্রস্তাবিত ২টি সহ মোট ২২টি কোর্সের ভ্যালিডেশন করা হয়, সেগুলো হলো:

ক্র. নং	কোর্সের নাম	সময়কাল (দিন)
১	Integrated Water Resource Management in Agriculture	৫
২	Project Appraisal and Formulation of DPP	১০
৩	Public Procurement Procedure	১০
৪	TOT on Teaching Methods/ Techniques	৫
৫	Innovation in Public Service	৫
৬	Value Chain Management of Commercially Important Hort. Crops	৫
৭	Disaster Management through Smart Agriculture	৫
৮	Food Processing and Preservation Techniques	৫
৯	Public Financial Management	৫
১০	Advanced ICT	১৫
১১	Eco-Friendly Plant Protection Techniques	১০
১২	Rules & Regulations for Organizational Management	৫
১৩	Soil Health Management	৫
১৪	Seed Technology	১০
১৫	Food Security & Food safety	৫
১৬	Good Agricultural Practices (GAP)	৫
১৭	Modern Office Management	৫
১৮	Commercial Farm Management	৫
১৯	Human Resource Management	৫
২০	Good Governance	৫
২১	Modern Farm Mechanization	৫
২২	Industrial Revolution 4.0 in Agriculture	১০

উপসংহার

বিগত এক দশকে কৃষিতে ব্যাপক সাফল্য আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সময়ে আমরা দানা জাতীয় শস্যসহ ফল ও শাকসবজী উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। ফলে এই খাতে আমদানী ব্যয় হ্রাস ও রপ্তানী আয় ১০০ মিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। কৃষিতে উল্লিখিত সাফল্য এসেছে সরকারের যুগোপযোগী নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে। সরকারের নীতি, গবেষণা এবং সম্প্রসারণের যথাযথ সমন্বয়, বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, গুণগতমানের পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তির বিস্তার আমাদের কৃষিকে এই অনন্য অবস্থানে পৌছে দিয়েছে। কৃষির এই সাফল্য ধরে রাখার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি ও সম্প্রসারিত বাজার ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য গবেষণা, সম্প্রসারণ, উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার সাথে জড়িত জনবলকে আরও দক্ষ ও গতিশীল হওয়া আবশ্যক। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) এর 'National Action Plan under 8th five year Plan' অনুযায়ী আগামীর কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষিতে দক্ষ জনবল তৈরীতে বদ্ধ পরিকর। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে এবং কোভিড-১৯ এর মত অভিঘাত সহ বিভিন্ন সংকটকালীন সময়ে উৎপাদন ব্যবস্থা স্থিতিশীল, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা অনুযায়ী নাটা কাজ করে যাচ্ছে নিরন্তর।